স্বাধীনতায় বেড়ে উঠা

ইউনিট ৪

ভূমিকা

মানুষ কখনও একা বাস করতে পারে না। তারা বাস করে দলবদ্ধভাবে। একত্রে বাস করার ফলে মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। একে অন্যকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে মানুষ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। সেজন্য বলা হয় মানুষ সামাজিক জীব। ঈশ্বর নিজেই বলেছেন, "মানুষের পক্ষে একা থাকা ভালো নয়" (আদিপুস্তক ২:১৮)। ঈশ্বরই সর্বপ্রথম সমাজ সৃষ্টির কথা চিন্তা করলেন এবং সামাজিক জীবনযাপনের জন্য মানুষকে উৎসাহিত করলেন। শুধু মাত্র প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে বাস করে না, বরং সমাজে বসবাসের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে যে সুন্দর সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তার জন্যও মানুষ সমাজে বাস করে। আর এর মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় দায়িত্ববোধ। এতেই মানুষের আনন্দ। সবাই কি সেই আনন্দ বা দায়িত্ববোধ নিয়ে কাজ করে? সবাই কি পরিপক্ব ব্যক্তি হিসেবে সমাজে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারে? এই ইউনিটে আমরা জানতে পারবো, কীভাবে পরিপক্ব মানুষ হিসেবে সমাজের সকল দায়িত্ব পালন করা সম্ভব এবং একজন সচেতন মানুষ হিসেবে সমাজের সকলের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা যায়। এই বিষয়ে আমাদের আদর্শ হবেন স্বয়ং যীশুখ্রিষ্ট।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৪.১ : সমাজ সচেতনতা
পাঠ-৪.২ : পরিপক্বতা
পাঠ-৪.৩ : পরিপক্বতায় মানুষ হওয়া
পাঠ-৪.৪ : খ্রিষ্ট আমাদের আদর্শ

পাঠ-৪.১ সমাজ সচেতনতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সমাজের প্রতি আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**মন্দির, দায়িত্ব, সহভাগিতা**

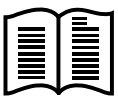

শিষ্যচরিত ৩:১-১০

একদিন পিতর ও যোহন, বিকেল তিনটের প্রার্থনায় যোগ দিতে যখন মন্দিরে যাচ্ছিলেন, তখন একটি লোককে সেখানে আনা হচ্ছিল। জন্ম থেকেই সে ছিল খোঁড়া এবং মন্দিরে যারা প্রবেশ করত তাদের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার জন্যে তাকে প্রতিদিন "সুন্দর তোরণ" নামে পরিচিত মন্দিরদ্বারে বসিয়ে রেখে যাওয়া হতো। পিতর ও যোহন মন্দিরে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন দেখে," তাঁদের কাছে সে ভিক্ষা চাইল। পিতর ও যোহন তার দিকে ফিরে তাকালেন। পিতর বললেন: আমাদের দিকে চেয়ে দেখ! তাঁদের কাছ থেকে কিছু পাবার আশায় সে একদৃষ্টে তাঁদের দিকে তাকাল। কিন্তু পিতর বললেন ''সোনা বা রূপো কিছুই নেই আমার, তবে আমার যা আছে, তোমাকে তা-ই দিচ্ছি। আমি নাজারেথের যীশু-খ্রিষ্টের নামে বলছি: হেঁটে বেড়াও!" তারপর তার ডান হাত ধরে পিতর তাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ে ও গোড়ালিতে জোর ফিরে এলো, সে এক লাফে উঠে হাঁটতে লাগল। তারপর সে হাঁটতে হাঁটতে, আর লাফাতে, লাফাতে আর ঈশ্বরের বন্দনা করতে করতে সে তাদের সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করল।

অনুধ্যান ঃ মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে সমাজে বাস করে। সমাজ বলতে বুঝায় একটি দল বা একটি গোষ্ঠী। সমাজ হলো মানুষের একটি দল-গোষ্ঠী যেখানে সকলে মিলন ও একতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, একটি মিলন সমাজ গড়ে তোলে। মানব সমাজ সকল ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত। সমাজের সকল মানুষ একত্রিত হয়ে বাস করে, যেখানে একজন অন্যজনের যে কোন প্রয়োজনে এগিয়ে আসে। সুখ দুঃখ ভাগ করে নেয়। আর মানব সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রতিটি ব্যক্তিকে সচেতন করে তোলে, যার মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তি তার গুণাবলী দ্বারা সমাজে বেড়ে উঠে। আর এই দায়িত্ববোধ প্রকাশ পায় অন্যকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে। সমাজে সকল প্রকার দায়িত্ব কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে একজন মানুষ তার ঐশ্বরিক দান সহভাগিতা করে। ঈশ্বর প্রত্যেককে নানাবিধ গুণ ও দান দিয়ে সাজিয়ে রেখেছেন। সাধু পিতরের কাছে কিছু নেই কিন্তু তিনি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখে খোঁড়া লোকটিকে সুস্থ করে সামাজিক দায়িত্ব পালনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। দায়িত্ববোধ এমন একটি বিষয় যা ভালোবাসা থেকে সৃষ্ট হয় আর এ ভালোবাসা স্থান-কাল-পাত্র বিচার করে না।

মনে রাখি ঃ দায়িত্ববোধ এমন একটি বিষয় যা ভালোবাসা থেকে সৃষ্ট হয় আর এ ভালোবাসা স্থান-কাল-পাত্র বিচার করে না।

শব্দটীকা ঃ খোঁড়া – যে ভালো করে হাঁটতে পারে না, সুন্দর তোরণ – যেরূশালেম মন্দিরের একটি দ্বারের নাম

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**ঈশ্বর আপনাকে কী কী গুণাবলী দিয়েছেন তা খাতায় লিখুন এবং পরে দলের সাথে সহভাগিতা করুন।**

সারসংক্ষেপ

ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে নানাবিধ গুণ দিয়েছেন। সেই গুণগুলো কাজে লাগিয়ে সমাজের প্রতি আমার দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। খোঁড়া লোকটিকে মন্দিরের কোন দ্বারের সামনে রাখা হতো?

ক) সুন্দর তোরণ খ) যেরুশালেমের দ্বার
গ) অলিন দ্বার ঘ) মন্দিরের দ্বার।

২। কে লোকটিকে সুস্থ করেছেন?

ক) পিতর খ) যোহন
গ) আন্দ্রেয় ঘ) টমাস।

৩। সমাজ বলতে বুঝায়–

ক) একজন ব্যক্তি খ) একটি দল
গ) বাড়ি ঘর ঘ) গ্রাম।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

মার্ক মধুপুর গ্রামে থাকে। ঐ গ্রামের বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে নানারকম নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করে এবং অসামাজিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকে। মার্ক এবং আরও ১০ জন ভালো ছেলেমেয়ে মিলে একটি দল গঠন করে। এর মাধ্যমে ওরা গ্রামের সব ছেলেমেয়েদের জন্য খেলা, বইপড়া ও হাতে কলমে নানা রকম কাজ শেখানোর ব্যবস্থা করে। এতে কিছুদিনের মধ্যে ঐ গ্রামের ছেলেমেয়েদের অবস্থার পরিবর্তন হয়।

ক) পিতর ও যোহন যে দ্বার দিয়ে মন্দিরে যাচ্ছিলেন সেই দ্বারের নাম কী ছিল?
খ) খোঁড়া লোকটিকে কেন মন্দিরের দ্বারে বসিয়ে রেখে যাওয়া হতো?
গ) উদ্দীপকে মার্কের কাজগুলো সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ – ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) উদ্দীপকে মার্কের কাজ ও পাঠে পিতর ও যোহনের কাজের মধ্যে যে সাদৃশ্য তা বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১: ১. ক ২. ক ৩. খ

পাঠ-৪.২ পরিপক্বতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিপক্বতা কি এ বিষয়ে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরিপক্ব মানুষ হয়ে উঠার জন্য খ্রিষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**পরিপক্বতা, বিশ্বাস, যীশুর সাথে সম্পর্ক**

এফেসিয় ৪:৭-১৩

তবে একটি কথা: আমরা প্রত্যেকে যে-ঐশ অনুগ্রহ পেয়েছি, তা পেয়েছি খ্রিষ্ট যাকে যতখানি দিয়েছেন, ততখানিই। তাই শাস্ত্র বলে: "তিনি যখন ঊর্ধ্বে উঠলেন, তখন সঙ্গে নিয়ে গেলেন যত বন্দীর দল; মানুষের হাতে তুলে দিলেন তাঁর যত দান।" তাই বলা হয়েছে: "তিনি উঠলেন এর মানে কি এই নয় যে, তিনি নেমেই এসেছিলেন নিম্নলোকে, এই পৃথিবীতে? যিনি নেমে এসেছিলেন, সেই নিখিল স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বে উঠলেন, বিশ্বের সবকিছু পূর্ণতায় মণ্ডিত করবেন বলে। তাঁরই দেওয়া ক্ষমতায় কেউ কেউ হয়ে উঠেছে প্রেরিতদূত, কেউ কেউ প্রবক্তা, কেউ কেউ আবার মঙ্গলসমাচার প্রচারক, কিংবা গণপালক বা শিক্ষাগুরু, যাতে পুণ্যজনেরা খ্রিষ্টীয় সেবাকর্মের জন্যে যথার্থই উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে আর এই ভাবে গড়ে তুলতে পারে খ্রিষ্টের সেই দেহটি। তাহলেই আমরা সবাই মিলে শেষ পর্যন্ত সেই ঐক্যের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব, যে ঐক্য আমাদের ধর্মবিশ্বাস এবং ঈশ্বরপুত্রের সম্বন্ধে আমাদের ধর্ম-জ্ঞানের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। তাহলেই সবাই মিলে হয়ে উঠতে পারব সেই পূর্ণপরিণত মানুষ, সেই পুর্ণগঠিত মানুষ যার মধ্যে রূপায়িত স্বয়ং খ্রিষ্টেরই পরম পূর্ণতা।

অনুধ্যান ঃ পরিপক্বতা বলতে বুঝায় সব দিক দিয়ে পরিপূর্ণ মানুষ। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য ও উন্মোচনকেই পরিপক্বতা বলা হয়। এটি মানব জীবনের বিকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সাধারণত জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ব্যক্তির সুপ্ত বৈশিষ্ট্যের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশই হলো পরিপক্বতা। একজন মানুষ সাধারণত শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিপক্বতা অর্জন না করা পর্যন্ত সঠিক দক্ষতা লাভ করতে পারে না। তাই সঠিক দক্ষতা লাভ করার জন্য মানুষকে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে পরিপক্ব মানুষ হয়ে উঠতে হবে। দৈহিক পরিপক্বতা হলো বয়সের সাথে দেহের বৃদ্ধি লাভ। আর মানসিক পরিপক্বতা হলো বয়সের সাথে মনের বৃদ্ধি লাভ। আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপক্বতা বলতে বুঝায় বিশ্বাসে বৃদ্ধি লাভ করা। বিশ্বাস বলতে কোন তত্ত্ব বা সত্যকে বুদ্ধি দিয়ে স্বীকার করে নেয়া বুঝায় না। বরং খ্রিষ্টীয় শিক্ষা অনুসারে বিশ্বাস হচ্ছে ব্যক্তির প্রত্যয়যুক্ত মূল্যবোধ যা তাকে খ্রিষ্টীয় জীবনে পূর্ণতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

পিতা ঈশ্বর ও যীশুর প্রতি বিশ্বাস অর্থ শুধু জানাই নয়, বরং তার সাথে একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলা। প্রভু যীশুর সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতার সাথে সাথে বিশ্বাসও বাড়ে। এই বিশ্বাস একজন ব্যক্তিকে অন্যদের জীবনের বাস্তবতার সাথে জড়িত হতে সাহায্য করে এবং অন্যদের জীবনে পরিবর্তন আনতে সক্রিয় হতে সাহায্য করে। সেই জন্য বিশ্বাসের জীবনে পরিপক্ব হতে হলে অবশ্যই যীশুর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে অন্যদের সাথেও সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। এফেসীয়দের কাছে সাধু পলের পত্র থেকে আমরা জেনেছি আমরা প্রত্যেকে খ্রিষ্টের কাছ থেকে বিভিন্ন রকম গুণ পেয়েছি। আর এই গুণগুলো আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিপক্বতার পরিচয় দেয়। খ্রিষ্টমন্ডলীতে আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হলো পূর্ণপরিণত মানুষ হয়ে উঠা এবং দায়িত্ব পালন করা।

মনে রাখি ঃ বিশ্বাসের জীবনে পরিপক্ব হতে হলে যীশুর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে অন্যদের সাথেও সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব।

শব্দটীকা ঃ ঊর্ধ্বে – স্বর্গে, পরিপক্ব - পরিণত বা বিচক্ষণ

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**অন্যদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আপনি কী কী পন্থা অবলম্বন করে থাকেন তা আপনার খাতায় লিখুন।**

সারসংক্ষেপ

আমরা প্রত্যেকে খ্রিষ্টের কাছ থেকে বিভিন্ন রকম গুণ পেয়েছি। আর এই গুণগুলো আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিপক্বতার পরিচয় বহন করে। তাই অবশ্যই আমাদের পরিপক্ব মানুষ হয়ে উঠতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আধ্যাত্মিকভাবে পরিপক্বতা বলতে বুঝায়–

i. বিশ্বাসে বৃদ্ধি লাভ করা ii. যীশুর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা iii. বয়সের সাথে বৃদ্ধি লাভ

কোন্‌টি সঠিক ?

ক) i খ) ii

গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

অনু পাঁচ ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। সে মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করে। পড়াশুনার পাশাপাশি সে তার মা বাবাকে সব কাজে সাহায্য করে। সে তার এলাকায় অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে যায়। বড় হয়ে তার শিক্ষক হওয়ার ইচ্ছা ছিল, তাই সে তার স্বপ্ন পূর্ণ করে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়।

২। অনুকে কোন্ ধরনের ব্যক্তি বলা যায়?

ক) সমাজ সচেতন খ) পরিপক্ব

গ) আদর্শবান ঘ) অনুগত।

৩। অনুর কাজের ফলে–

i) সমাজের উন্নতি হবে ii) অন্যদের আগ্রহ বাড়বে iii) শিক্ষার হার বাড়বে

কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

সুমন্তার বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। সে সব সময় বাবা-মায়ের বাধ্য থাকে এবং তাদের যত্ন নেয়। সে পড়াশুনায়ও ভালো। সে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে। তার ইচ্ছা, বড় হয়ে ডাক্তার হবে। তার সে আশা পূর্ণ হয়। বড় হয়ে একজন নাম-করা ডাক্তার হয়। ডাক্তার হয়ে সে অসহায় মানুষের সেবা করে। সবাই তাকে খুব ভালোবাসে। সুমন জানে সে ঈশ্বরের কাছ থেকে যে অনুগ্রহ ও দান পেয়েছে তা সবার সঙ্গে সহভাগিতা করতে হবে।

ক) পরিপক্বতা বলতে কী বুঝ?

খ) যীশুর কাছ থেকে আমরা কী পেয়েছি? ব্যাখ্যা করুন।

গ) সুমনের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে খ্রিষ্টীয় আদর্শের কোন্ দিক ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) সুমনের কাজের মাধ্যমে সমাজের লোকেরা সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবে - বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২: ১. ক ২. খ ৩. ক

পাঠ-৪.৩ পরিপক্বতায় মানুষ হওয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দায়িত্ব পালন করে পরিপক্ব মানুষ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- খ্রিষ্টীয় পরিপক্বতা অর্জন সম্বন্ধে সচেতন হবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**যীশু, পরিপক্ব, মানুষ, আধ্যাত্মিকতা, দায়িত্ববোধ**

লুক ২:৫১-৫২

তারপর তিনি তাঁদের সঙ্গে নাজারেথে ফিরে গেলেন; সেখানে তিনি সব সময় বাবা-মায়ের বাধ্য হয়ে থাকতেন। যীশুর মা এই সমস্ত কথা নিজের অন্তরে গেঁথে রাখতেন। এদিকে জ্ঞানে ও বয়সে যীশু বেড়ে উঠতে লাগলেন, আরও পেতে লাগলেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও মানুষের ভালোবাসা।

অনুধ্যান ঃ মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করে সে বেঁচে থাকে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে অনেক কিছুর উপর নির্ভর করতে হয়। খাদ্য-বস্ত্র, আলো-বাতাস ও আশ্রয় ছাড়াও প্রয়োজন রয়েছে স্নেহ প্রীতি, ভালোবাসা ও সাহায্য-সহযোগিতা। আর এগুলো পাওয়া যায় নৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও আবেগিক সম্পর্ক থেকে। সেজন্য একজন ব্যক্তিকে পরিপক্ব মানুষ হয়ে উঠার জন্য সারা জীবন সচেষ্ট হতে হয়।

মানব ব্যক্তি ও মানব সমাজ এদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। মানব সমাজে একজন ব্যক্তিকে তার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের বিকাশ সাধন করে পরিপক্ব মানুষ হয়ে বেড়ে উঠা অবশ্যই প্রয়োজন। আর এই পরিপক্ব মানুষ হয়ে উঠতে হবে এই জন্যই যে, সমাজ পরিবর্তনের জন্য মানুষকে পরিপক্ব হয়ে উঠতে হয়। সমাজে পরিবর্তন আনার আগে অবশ্যই ব্যক্তি জীবনে পরিবর্তন আনা দরকার। এই পরিবর্তন আনতে প্রয়োজন নিজের ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ। দায়িত্ববোধ এমন একটি বিষয় যা ভালোবাসা থেকে সৃষ্টি হয়। আর সেই ভালোবাসা সবার জন্য সমান। এই দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদের বিশেষ কোন জাগতিক সম্পদের প্রয়োজন হয় না বা ক্ষমতারও কোন প্রয়োজন নেই। শুধু প্রয়োজন ভালোবাসার। ভালোবাসা নিয়ে সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করতে পারবে। দায়িত্ব পালনের আগে প্রয়োজন নিজেকে চেনা ও জানা। একজন পরিপক্ব মানুষ নিজেকে ভালোভাবে চিনে, জানে এবং নিজের অন্তরের অনুভূতি বুঝতে পারে। সেই সাথে অন্যের প্রয়োজনও উপলব্ধি করতে পারে।

সাধু লুকের মঙ্গলসমাচারে আমরা দেখেছি যীশু স্বয়ং ঈশ্বর পুত্র হয়েও জ্ঞানে, বয়সে ও আধ্যাত্মিকতায় বেড়ে উঠেছেন। আর যীশুকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন তাঁর পিতা-মাতা ও তাঁর সমাজ। যীশু নিজেকে প্রস্তুত করেছেন দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। বয়স বাড়ার সাথে সাথে যীশু নিজেকে চিনেছেন, জেনেছেন এবং তাঁর দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন। আর অন্যের প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পেরেছেন। যীশু পিতা ঈশ্বরের বাধ্য থেকেছেন এবং তাঁর মা-বাবারও বাধ্য থেকেছেন। শেষ পর্যন্ত আমাদের মুক্তির জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। তাই আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যীশু তো তাঁর সময়ের প্রয়োজনে সাড়া দিয়েছেন। বর্তমান সময়ে আমরা কীভাবে সমাজের প্রয়োজনে সাড়া দিতে পারি এবং সাড়া দানের জন্য নিজেদেরকে যোগ্যভাবে প্রস্তুত করে তুলতে পারি সেই সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হবে।

মনে রাখি ঃ একজন পরিপক্ব মানুষ নিজেকে ভালোভাবে চিনে, জানে এবং নিজের অন্তরের অনুভূতি বুঝতে পারে। সেই সাথে অন্যের প্রয়োজনও উপলব্ধি করতে পারে।

শব্দটীকা ঃ ঈশ্বরের অনুগ্রহ - ঈশ্বরের কৃপা, জ্ঞানে ও বয়সে বেড়ে ওঠা; দৈহিক ও মানসিক ভাবে বৃদ্ধিলাভ

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আপনি কীভাবে অন্যের প্রয়োজনে সাড়া দিতে পারেন তা দলের সঙ্গে আলোচনা করে, একটি পোস্টার পেপার তৈরী করুন ও উপস্থাপন করুন।**

সারসংক্ষেপ

যীশু তাঁর সময়ে সমাজের প্রয়োজন অনুসারে সাড়া দিয়েছেন। এখন আমরা যেন বর্তমান সময়ের প্রয়োজনগুলো চিহ্নিত করে একজন পরিপক্ব মানুষ হিসেবে সাড়া দিতে পারি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যীশু তাঁর মা-বাবার সঙ্গে কোথায় ফিরে গেলেন?

ক) নাজারেথে খ) সামারীয়ায়
গ) গালেলীয়ায় ঘ) মিশরে।

২। সমাজে পরিবর্তন আনার জন্য আমাদের কী হয়ে উঠতে হবে?

ক) প্রতিষ্ঠিত মানুষ খ) পরিপক্ব মানুষ
গ) জ্ঞানী মানুষ ঘ) প্রভাবশালী মানুষ।

৩। দায়িত্ব পালনের আগে প্রয়োজন–

i) নিজেকে চেনা ও জানা ii) নিজেকে গড়ে তোলা iii) অন্যের প্রয়োজন উপলব্ধি করা

কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

জন তিন ভাই বোনের মধ্যে বড় সন্তান। বাবা-মা অনেক আশা নিয়ে ছেলেকে বড় করে তুলছেন। জনও সব সময় প্রার্থনা করে, অন্যকে সাহায্য করে এবং সবার বাধ্য হয়ে থাকে। যীশুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সে একজন যাজক হবে এবং পালকীয় সেবাকাজ করবে। এই ইচ্ছা নিয়ে জন ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলো। তার সুন্দর মনোভাবের জন্য সবাই তাকে ভালোবাসে।

ক) যীশু তাঁর বাবা মায়ের সঙ্গে কোথায় ফিরে গেলেন?
খ) একজন পরিপক্ব মানুষ হওয়ার জন্য কী প্রয়োজন - লিখুন।
গ) জনের মধ্যে যীশুর জীবনের বা ব্যক্তিত্বের কোন্‌ দিকটি ফুটে উঠেছে - ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) জন কীভাবে সেবাকাজ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে - বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩: ১. ক ২. খ ৩. ঘ

পাঠ-৪.৪ খ্রিষ্ট আমাদের আদর্শ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- স্বাধীনতায় বেড়ে উঠার জন্য যীশু খ্রিষ্টই যে আমাদের আদর্শ তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সমাজে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে খ্রিষ্টীয় পরিপক্বতা সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**ঈশ্বর, মানবপুত্র, স্বাধীন ইচ্ছা, শিষ্য**

যোহন ৮:২৫-৩২

তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন: আপনি কে? যীশু উত্তর দিলেন: "গোড়া থেকেই আপনাদের আমি যা ব'লে আসছি, আমি তা-ই! আপনাদের বিষয়ে আমার অনেক-কিছুই বলবার আর বিচার করবার আছে; কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, পরম সত্যবাদী তিনি, তাঁর কাছ থেকে আমি যা-কিছু শুনেছি, জগতের মানুষকে আমি সেই কথাই জানিয়ে থাকি।" যীশু যে পরম পিতার সম্বন্ধেই এই কথা বলছিলেন, তাঁরা তা বুঝতে পারলেন না। তখন তিনি তাদের বললেন: আপনারা যখন মানবপুত্রকে উচ্চে তুলে দেবেন, তখনই আপনারা বুঝতে পারবেন যে, আমি সেই তিনি; আর এও বুঝবেন যে, আমি নিজে থেকে কিছুই করি না; বরং পিতা আমাকে যা শিখিয়েছেন, আমি তা-ই ব'লে থাকি। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার সঙ্গেই আছেন; তিনি আমাকে একলা রেখে যাননি কারণ যে-সমস্ত কাজে তিনি প্রীত হন, আমি সর্বদা তা-ই ক'রে থাকি। যীশুর কথা শুনে অনেকেরই অন্তরে তখন তাঁর প্রতি বিশ্বাস জেগে উঠল। যীশু এবার তাঁর প্রতি বিশ্বাসী এই সব ইহুদীকে লক্ষ্য ক'রে বললেন: "তোমরা যদি আমার বাণী পালনে নিষ্ঠাবান থাক, তাহলেই তো তোমরা আমার যথার্থ শিষ্য। তাহলেই তো সত্যকে তোমরা জানতে পারবে আর সত্য তখন তোমাদের স্বাধীন করে দেবে।"

অনুধ্যান ঃ ঈশ্বর ব্যক্তি মর্যাদা ও বুদ্ধিশক্তি দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যেন মানুষ তার নিজের চিন্তাভাবনা ও কাজকর্ম শুরু ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। "ঈশ্বর নিজেই মানুষকে 'তার স্বাধীন ইচ্ছার হাতে ছেড়ে' দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যাতে মানুষ স্বেচ্ছায় সৃষ্টিকর্তার অন্বেষণ করে এবং তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে জীবনের পূর্ণ ও সুখময় পরিণতি লাভ করতে পারে।" স্বাধীনতা হলো সেই ক্ষমতা, যার ভিত্তিমূলে রয়েছে মানুষের বুদ্ধিশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি। সেই ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মানুষ কাজ করে থাকে। এভাবে সে স্বেচ্ছায় কাজগুলো করে তার নিজ দায়িত্বে। স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা মানুষ তার নিজের জীবনকে গঠন করে। মানবীয় স্বাধীনতা হলো সত্য ও ধার্মিকতায় বৃদ্ধি ও পরিপক্বতা লাভের এক শক্তি, তা পরিপূর্ণতা লাভ করে যখন তা পরিচালিত করা হয় ঈশ্বরের দিকে, যিনি আমাদের পরমসুখ ও লক্ষ্য। স্বাধীনতা যতদিন ঈশ্বরের সঙ্গে নিশ্চিতভাবে বন্ধনযুক্ত থাকে, ততদিন ভালো এবং মন্দ বেছে নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এবং এভাবে শাশ্বত পূর্ণতায় বৃদ্ধিলাভ করে অথবা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে পাপ পুণ্যের বিবেচনা করতে পারে। স্বাধীনতার কারণেই কোন কাজ প্রশংসনীয় বা দণ্ডনীয় হয়, মঙ্গলকর বা নিন্দনীয় হয়। যে-ব্যক্তি যত মঙ্গল করে সে তত স্বাধীন হয়। যা-কিছু মঙ্গল ও ন্যায় তার সেবা ব্যতীত সত্যিকারের কোন স্বাধীনতা নেই। অবাধ্য হওয়া এবং মন্দ করার স্বাধীনতা হচ্ছে আসলে স্বাধীনতার অপব্যবহার, যা পাপের দাসত্বের দিকে নিয়ে যায়। যীশু খ্রিষ্ট তাঁর গৌরবময় ক্রুশমৃত্যু দ্বারা সব মানুষের জন্য পরিত্রাণ জয় করেছেন। তিনি সেই পাপ থেকে উদ্ধার করেছেন যা তাদেরকে বন্দীদশায় আবদ্ধ করে রেখেছিল। স্বাধীনতার উদ্দেশ্যেই খ্রীষ্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন। তাঁর মধ্যেই আমরা সত্যের সঙ্গে একাত্ম, যে সত্য আমাদের মুক্ত করবে। পবিত্র আত্মাকে আমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে যেন আমরা স্বাধীনভাবে সত্যের পথে চলতে পারি।

যীশু তাঁর সমগ্র জীবনে নিজেকে আমাদের আদর্শরূপে তুলে ধরেন। তিনিই সেই পূর্ণ-পরিণত মানুষ যিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানান তাঁর শিষ্য হতে এবং তাঁকে অনুসরণ করতে। নিজেকে বিনম্র করে, তিনি আমাদের সামনে অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত

তুলে ধরেছেন, তাঁর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের আহ্বান জানিয়েছেন সেই বঞ্চনা ও নির্যাতনকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে, যা আমাদের জীবনে আসতে পারে।

যীশু খ্রিষ্ট আমাদেরকে তাঁর মধ্যে জীবনযাপন করতে সক্ষম করে তোলেন যে-জীবন তিনি নিজেই যাপন ক'রে গেছেন, এবং তিনিই আমাদের মধ্যে সেই জীবনযাপন করেন। ঈশ্বরপুত্র, তাঁর দেহধারণের গুণে, এক বিশেষ অর্থে, নিজেকে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। আমাদের প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালাতে হবে যীশুর জীবনের বিভিন্ন পর্যায় এবং তাঁর সকল রহস্য আমাদের জীবনে এবং গোটা খ্রিষ্টমণ্ডলীতে বাস্তবায়িত করতে আমাদের যীশুর সাহায্য চাইতে হবে। যীশু খ্রিষ্ট সবসময় পিতার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করেছেন এবং তিনি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়েই জীবনযাপন করেছেন। সেইভাবে আমাদেরও যীশুর সঙ্গে এক হয়ে পিতার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে হবে।

মনে রাখি ঃ যীশুই "সেই পূর্ণ পরিণত মানুষ" যিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানান তাঁর শিষ্য হতে এবং তাঁকে অনুসরণ করতে।

শব্দটীকা ঃ সেই পূর্ণ পরিণত মানুষ – যীশু, যিনি সব সময় পিতার ইচ্ছা অনুসারে জীবনযাপন করেছেন; পাপের দাসত্ব – পাপকাজে নিজেকে স্বেচ্ছায় নিয়োজিত রাখা

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আপনার দেখা এমন একজন সফল মানুষের কথা ভাবুন, যিনি সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে কাজে সফল হতে পেরেছেন। তাঁর সফলতার কারণ খুঁজে বের করুন ও দলে সহভাগিতা করুন।**

সারসংক্ষেপ

মানুষের পরস্পর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার প্রকাশ ঘটে। একে অন্যকে সম্মান করার মধ্য দিয়ে আমরা পিতার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। যীশু যেমন সর্বদা পিতার প্রতি বাধ্য ছিলেন তেমনি আমরাও যেন পিতার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে পারি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্বাধীনতা মানে হলো–
- ক) যা খুশি তা করা
- খ) অন্যের মঙ্গল করা
- গ) অন্যের ক্ষতি সাধন না করা
- ঘ) অন্যকে বিপদে না নেওয়া।

২। আমরা দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান হবো। কারণ :
- ক) যীশুর যথার্থ শিষ্য হতে
- খ) সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে
- গ) বড়দের স্নেহভাজন হতে
- ঘ) অন্যকে বিপথে না নিতে।

৩। কারা যীশুর যথার্থ শিষ্য?
- ক) যারা যীশুর সাথে থাকে
- খ) যারা নম্র হৃদয়ের মানুষ
- গ) যারা যীশুর বাণী পালনে নিষ্ঠাবান
- ঘ) যারা আত্মত্যাগী।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

মিঃ টমাস সমাজের একজন দায়িত্বশীল মানুষ, যিনি স্বাধীনভাবে ও আনন্দের সাথে হাসিমুখে সব কাজ করেন। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে কাঁদতে-থাকা ছেলেটিকে সাথে করে বাসায় নিয়ে আসেন। ছেলেটিকে সাবান দিয়ে গোসল করিয়ে খাবার খেতে দেন। রাতে নিজের বাসায় থাকতে দেন এবং পরের দিন একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেন। তিনি ছেলেটির সাথে সব সময় যোগাযোগ রাখেন। কারণ তিনি জানেন, যে ব্যক্তি যত মঙ্গল করে সে তত স্বাধীন হয়।

ক) কার কাছ থেকে মানুষ স্বাধীন ইচ্ছা পেয়েছে?

খ) কেন ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন?

গ) ছেলেটির প্রতি মিঃ টমাসের কোন্ ধরনের মনোভাব ফুটে উঠেছে? – ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) মিঃ টমাসের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবন বিকাশে স্বাধীনতার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪: ১. খ ২. ক ৩. গ

উত্তরমালা: ইউনিট-৪

পাঠের নাম			
পাঠ-১	১) ক	২) ক	৩) খ
পাঠ-২	১) ক	২) খ	৩) ক
পাঠ-৩	১) ক	২) খ	৩) ঘ
পাঠ-৪	১) খ	২) ক	৩) গ